12

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 18 APR 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

নিউজ উইকে খালেদা জিয়ার উচ্চ প্রশংসা

মাহমুদ কাসেম ॥ ইউএনডিপি'র মানব উন্নয়ন সূচকের প্রণেতা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক মাহবুব উল হক নারী শিক্ষার প্রসারে বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ভূমিকার উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

আন্তর্জাতিক সংবাদ সাময়িকী নিউজ উইকের ২০ এপ্রিল, ১৯৯৮ সংখ্যায় প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে মাহবুব উল হক এ প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেছেন। উপমহাদেশের সবচেয়ে শক্তিশালী দুই নারী নেত্রী ভারতের ইন্দিরা গান্ধী ও পাকিস্তানের বে-নজীর ভুট্টোর কৃতিত্ব সম্পর্কে নিউজ উইকের টনি ক্লিফটনের এক প্রশ্নের জবাবে জনাব হক বলেন, "এটা একটা ট্রাজিডি যে, নারী শিক্ষা

২-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

খালেদা জিয়ার উচ্চ প্রশংসা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অথবা তাদের মর্যাদার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে এই দুই নেত্রীর অধীনে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ উন্নয়ন হয়নি। এক্ষেত্রে একমাত্র বাংলাদেশের এক্টিভিস্ট নারী নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া, যিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নারী শিক্ষার জন্য একটি বিশেষ বিভাগ সৃষ্টি এবং পরিচালনা করেছিলেন এবং স্কুলে মেয়েদের অন্তর্ভুক্তির তালিকা পাঁচ বছরে দ্বিগুণ করেছিলেন। বে-নজীর ভুট্টো এবং ইন্দিরা গান্ধী এধরনের কোনো কমিটমেন্ট দেখাতে পারেননি।" এই সাক্ষাৎকারে জনাব হক আরো বলেন, সাক্ষরতার বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার জন্য দারিদ্র কোনো অজুহাত হতে পারে না। তার মতে, সাক্ষরতার ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার কারণ রাজনৈতিক কমিটমেন্টের অভাব। তিনি বলেন, পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী সংখ্যক নিরক্ষর লোকের বাস দক্ষিণ এশিয়ায়। এখানকার অর্ধেক জনগোষ্ঠী নিরক্ষর এবং এক-তৃতীয়াংশ শিশু স্কুলেই যায় না। এটা একটা দুঃস্বপ্ন। পাকিস্তানের সাবেক অর্থমন্ত্রী মাহবুব উল হক বর্তমানে ইসলামাবাদভিত্তিক স্বতন্ত্র গবেষণা সংস্থা হিউমেন ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের প্রধান। উপমহাদেশে সামাজিক উন্নয়ন পর্যবেক্ষণই এ সংস্থার কাজ। সম্প্রতি এ সংস্থা ১৯০ পৃষ্ঠার যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে তাতে এ অঞ্চলের নিরক্ষরতা, বিশেষ করে নারী ও মেয়ে শিশুদের নিরক্ষরতার ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছে।